তারিখ ... 26 DEC 2002

দৈনিক ভোরের কাগজ

একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

বাংলাদেশে বৈচিত্র্যময় ঘটনার শেষ না থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসংখ্য ঘটনা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে। তার ফলে অনেক ঘটনার নেপথ্য কারণ উদ্‌ঘাটিত হয় না, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও প্রকৃতভাবে চিহ্নিত না হওয়ার কারণে একটা কুয়াশা আবৃত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাম্প্রতিককালের একটি ঘটনা প্রকৃতপক্ষেই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের কাছে কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র একটি নির্দিষ্ট অঙ্কে বিতরণ করে থাকে। প্রতিবছরই এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। এ বছরে ফর্ম বিক্রির নির্ধারিত অঙ্কের টাকার সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকর্তারা নির্ধারিত অঙ্কের সঙ্গে নিজেদের অঙ্ক সংযুক্ত করে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের সময় বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরে আসার পর তারা এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রসর হয়। কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত টাকায় ফর্ম বিক্রিতে অগ্রসর হয়ে ছাত্রদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিপক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রসর হলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে পরিণত হলে শেষ পর্যন্ত ক্লাসের কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে পড়ে। মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ অনমনীয় মনোভাব গ্রহণের পর অতিরিক্ত অর্থ ছাড়াই নির্ধারিত অর্থে ফর্ম বিক্রি হলে ছাত্ররা অসহযোগ আন্দোলনে অগ্রসর হয়।

মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপ ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রশংসনীয়। তার কারণ, এই প্রথম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা ছাত্রদের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধে অগ্রসর হন। অথচ ঢাকার শিক্ষাঙ্গনে এই শ্রেণীর ঘটনা কোন ক্রমেই নতুন নয়। ঢাকার একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির আগে যে আবেদনপত্র বিক্রি করা হয়, তার আংশিক অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংগঠনের হাতে চলে যায়। ঢাকার একাধিক সরকারী কলেজে প্রথম বর্ষে এক হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্রের মধ্যে চার শ' আবেদনপত্র ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের হাতে চলে যায় এবং এই আবেদনপত্র অনেক সময় অভিভাবকদের অতিরিক্ত উচ্চমূল্য দিয়ে কিনতে হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই দিকটা অবগত নয় তা নয়, এক্ষেত্রে তাঁদের চোখ বন্ধ করে থাকা ছাড়া বিকল্প কোন পথ থাকে না। কারণ, কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংগঠনের নেতাদের হাতে আবেদনপত্র না দিলে তারা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। অনেকাংশে নিজেকে নিরাপদ রাখার প্রয়োজনেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষকে এই অনিয়ম সহ্য করতে হয়। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন থেকে এ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত হতে লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফর্ম বিক্রির ক্ষেত্রে অনিয়ম প্রতিরোধ যে সম্ভব নয়, তা নয়। প্রসঙ্গক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত প্রক্রিয়ার উদাহরণ দেয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান অনুষদে ছাত্র ভর্তির আবেদনপত্র নিজেরা সরবরাহ না করে তার দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যাংকের ওপর ছেড়ে দেয়। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত মূল্যে আবেদনপত্র ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এই প্রক্রিয়া অবলম্বনের কারণে কোন ছাত্র সংগঠন আবেদনপত্র বিক্রির ক্ষেত্রে কোনরকম হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই প্রক্রিয়া অনুসরণের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিরূপ ঘটনা ঘটেনি এবং নির্বিঘ্নে শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির আবেদনপত্র বিতরণের সময় বর্তমান শিক্ষাবর্ষে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে সে প্রসঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে দৃষ্টিপাত করার সুযোগ বিদ্যমান। প্রথম যে দিকটি লক্ষণীয় তা হলো যে, মেডিক্যাল কলেজে আবেদনপত্র বিতরণের ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনের হস্তক্ষেপ কোন নতুন ঘটনা কি না! কারণ, প্রতিবছরেই এখানে প্রথম বর্ষে নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তির আগে আবেদনপত্র বিক্রি করা হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে কি এ বছরই ছাত্র সংগঠনের হস্তক্ষেপ ঘটেছে, না প্রতিবছরই সমশ্রেণীর প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়? বিগত বছরে সমশ্রেণীর ঘটনা যদি ঘটে থাকে, তাহলে একটি প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। বর্তমান বছরের মতো বিগত বছরেও সমশ্রেণীর ঘটনা ঘটলে সেক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ কেন গ্রহণ করা হয়নি– এই উত্তরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রকৃতপক্ষেই নিরপেক্ষ বা নিরপেক্ষ নয় তার উত্তর পাওয়া সম্ভব। বিগত বছরে কর্তৃপক্ষ সমশ্রেণীর ঘটনায় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বর্তমান সময়ে তাদের পদক্ষেপ গ্রহণের নেপথ্যে কোন কারণ ক্রিয়াশীল থাকলে তা প্রকাশিত হলে কর্তৃপক্ষের মনোভাবের প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মেডিক্যাল কলেজের ঘটনার ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অসুবিধা সৃষ্টির কোন কারণ থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ভুল বোঝাবুঝি হলে তা উভয় পক্ষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। সেজন্য দ্রুত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অপ্রীতিকর ঘটনার সমাধান সবার কাম্য। সমস্যা সমাধানে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র সংগঠন– উভয় পক্ষেরই একটি নৈতিক দায়িত্ব বিদ্যমান। শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, সে দিকটি বিবেচনার সঙ্গে সমাধানের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত বলে গৃহীত হতে পারে।

মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তির জন্য আবেদনপত্র বিতরণের ক্ষেত্রেই শুধু পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, সেই সঙ্গে আরও একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে–কলেজের ছাত্র সংসদ বাতিল। ছাত্র সংসদ বাতিল করার কারণ–সংসদের নেতাকর্মীরাই আবেদনপত্র বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল। এই পদক্ষেপ একটি দিক চিহ্নিত করে। তা হলো বর্তমান সরকারের সময়ে তাদের ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ একটি দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করে। সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর করতে বদ্ধপরিকর– ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এই দৃষ্টান্ত তার প্রমাণ।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে কলেজ ছাত্র সংসদের কর্মকর্তাদের যে কার্যক্রম তার প্রেক্ষিতে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির প্রসঙ্গও বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। দীর্ঘদিন ধরে এদেশের শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি প্রচলিত। প্রাক বাংলাদেশ আমলের ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ছাত্র রাজনীতি চর্চার প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। আগে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি ছিল ছাত্র সংগঠন আদর্শনির্ভর, কোন রাজনৈতিক দলের আদর্শনির্ভর নয়। ছাত্রদের রাজনীতি একাত্তর সালের আগে ছিল একান্তই ছাত্র আদর্শভিত্তিক এবং দেশপ্রেমের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। পরবর্তীকালে ছাত্র রাজনীতি রূপ পায় রাজনৈতিক দলের আদর্শভিত্তিক। এর ফলে ছাত্র রাজনীতিতে আদর্শের স্থান দখল করে অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ। পূর্বের ছাত্র সংগঠন নিজেরাই স্বাধীনভাবে দলের উপযুক্ত কর্মীদের দলনেতা নির্বাচিত করতেন। বর্তমানে ছাত্র সংগঠনের সেই স্বাধীনতা খর্বিত হয়ে বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মনোনীত হয়ে থাকেন। নির্বাচনের স্থানে মনোনয়ন প্রাধান্য পাওয়ায় একদিকে ছাত্র সংগঠনের স্বাধীনতা হ্রাস পায়, অন্যদিকে ব্যক্তিগত বিরোধ তার স্থান দখল করে। আগে ছাত্র রাজনীতির চর্চা হতো মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে, যাদের লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়ার আদর্শ সম্মুখে রেখে। বর্তমানে ছাত্র রাজনীতির পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে পেশীশক্তি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক দলে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করা। এই শ্রেণীর মানসিকতা প্রাধান্যের কারণে একটি ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে অন্য একটি ছাত্র সংগঠনের সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক রূপের মানদণ্ডে বিচারের প্রবণতা প্রধান হয়ে উঠেছে। যেখানে হিংসা ও দ্বন্দ্ব প্রধান, সেখানে রাজনীতির সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব নয়। দ্বান্দ্বিক কারণে প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যমাত্রা হওয়ায় শিক্ষার্থীর হাতে কলমের পরিবর্তে শোভা পেয়েছে অস্ত্র। শিক্ষাঙ্গনে এখন বক্তৃতার রাজনীতি নেই, তার পরিবর্তে আছে গোলাবারুদের রাজনীতি, যা ছাত্রদের দৃষ্টি বইপত্র থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির যে মেরুকরণ সহজেই চোখে পড়ে তা হলো কোন একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতার অধিকার অর্জনের পর সেই দলের প্রতি অধিকতর প্রসক্তি। এর ফলে অন্য সরকারের সমর্থক ছাত্ররা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থের কারণে ক্ষমতাসীন সরকারের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। ক্ষমতা ও সুযোগের প্রতি দৃষ্টি থাকায় একই ছাত্র একাধিকবার ছাত্র সংগঠন পরিবর্তনে উৎসাহিত হতে লক্ষ্য করা যায়। একাত্তরের আগে ছাত্র সংগঠনের নেতা ও সমর্থকদের নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য ও আদর্শ থাকত বলে নিজেদের স্বার্থের জন্য কোন সময়ই অন্য ছাত্র সংগঠনে যোগ দেয়ার কথা চিন্তা করতে পারত না। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে ছাত্র সংগঠনের আরও একটি দিক স্পষ্টত লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে–তা হলো, যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসীন, বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে সেই সরকারের সমর্থক ছাত্র সংগঠনও ক্ষমতা অধিকার করে পূর্ববর্তী ছাত্র সংগঠনকে দুর্বল করে দেয়।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংগঠনও দেশের রাজনৈতিক আদর্শে বিবর্তিত। আওয়ামী লীগের সময় এখানে ছাত্রলীগ ছাত্র পরিষদ গঠন করেছে এবং একইভাবে বর্তমানে সরকার পরিবর্তনের পর চারদলীয় জোট সরকারের সময় ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ গঠন করেছে। জাতীয় নির্বাচনের মতোই শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারের ছাত্র সংগঠন ক্ষমতা অধিকার করেছে। এখানে একটি দিক লক্ষণীয় যে, সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও সব সময় ক্ষমতাসীন সরকারের সমর্থক ছাত্র সংগঠনকেই নির্বাচিত করে। ক্ষমতাসীন সরকারের সমর্থক ছাত্র সংগঠন সাধারণভাবেই নিজেদের সরকারের সময় অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতার অতি ব্যবহার করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকার এই দিকটিতে দৃষ্টিপাত করে না। যেখানে সরকার নিজেদের ছাত্র সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইচ্ছুক হয়, সেখানে অন্যায়ের প্রশ্রয়ের পরিবর্তে তার প্রতিবিধানে অগ্রসর হয়। এই দৃষ্টান্ত সব সময় সুলভ না হলেও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ক্ষেত্রে ঘটেছে। এর ফলে শুধু সরকারপক্ষীয় ছাত্র সংগঠনই নয়, বিরোধী রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনও সতর্কভাবে পদক্ষেপে অগ্রসর হবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দৃষ্টান্ত সব রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন অনুসরণ করলে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু রাজনীতি চর্চা আগের মতো সহজ হবে।